JUN 1 1 200

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

অন্য আলোয় দেখা

আবু আহমেদ

দরিদ্র লোকদের জন্য সহজলভ্য করা ে

নিজের দোষে পিছিয়ে থাকার বিষয়টা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও সত্য। একটা জাতির কিছু লোক নিজ চেষ্টায় কিংবা সরকারি আনুকূল্যে ভালো থাকতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যদি পিছিয়ে থাকে তাহলে ঐ জাতিকে সামগ্রিক অর্থে দরিদ্র বলা হয়। বাংলাদেশে বিগত ৩০ বছরে অনেক লোক শিক্ষায়, পদমর্যাদায় এবং আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়েছে, কিন্তু তার থেকে ঢের বেশি লোক জীবনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

কথিত ফ্রি বা মুক্ত সমাজে শ্রমের দর অতোটুকু যতোটুকু উৎপাদনে কাজে লাগে। ফ্রি সমাজে দরিদ্র লোকদের পক্ষে ওপরে ওঠা সত্যি কঠিন, কারণ তাদের শ্রমের সরবরাহ বেশি হওয়ার দরুণ বাজারে কম মূল্যে বিক্রয় হয়। যে শ্রম তারা জোগান দেয় সে শ্রমের বিকল্প আছে মেশিন ও যন্ত্রভিত্তিক নানাবিধ কৌশল। ফলে নিয়োগকর্তা সস্তা মনে করলে শ্রমিকের স্থলে মেশিনকে কাজে লাগায়। দিনে, সপ্তাহে বা মাসিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। তবে তাদের জন্য পুনঃশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তারা সব সময়ের জন্য বেকার হয় না, পুনঃ কাজের উপযুক্ত হয়ে নতুন বা পুরোনো কাজে তারা আবার যোগ দেয়।

শ্রমিকদের পক্ষে কি ওপরে ওঠা সম্ভব? অন্য কথায়, তারাও কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথ দেখতে পারে? এ দুটো প্রশ্নের উত্তরই হ্যাঁ। তবে প্রথম জেনারেশনে ঐ উত্তরণটা সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রমিকের ছেলেরা কিন্তু শ্রমিক নাও থাকতে পারে, যদি সে যে অর্থনীতিতে অবস্থান করছে ঐ অর্থনীতি বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বৃদ্ধির ফল সেও ভোগ করে।

এই যে অনেক ফ্রি সমাজে প্রতিনিয়ত মানুষ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে শামিল হচ্ছে, সেটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? দুটো উপাদান তাদেরকে স্তর বদল করতে সহায়তা করছে। এক. তাদের প্রান্তিক সঞ্চয়, দুই. তাদের পুনঃ ট্রেনিং ও শিক্ষা। সব সময় প্রান্তিক অবস্থায় জীবনযাপন করছে এমন শ্রমিকদের সংখ্যা কম বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে। ঐসব সমাজের কোনো কোনোটিতে নিম্নতম মজুরি বলতে একটা বিষয় আছে। ঐ নিম্নতম মজুরির ভিত্তিতে একজন লোক সপ্তাহে আটবেলা কাজ করলে তার খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে তাকে উপাদানের ও সম্পদের মালিক হতে হলে বাজার যা শিখিয়েছে সেখানে যেতে হবে।

আর সমাজ শিখিয়েছে বাড়তি আয়কে পুনঃ অর্থ উপার্জনে কাজে লাগানো। এ কাজটি যদি কোনো শ্রমিক বা নিম্নস্তরের আয়ের লোক করতে পারে তাহলে একদিন সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। জাতীয় গড়ের ওপর যারা আয় করছে তাদের অনেকেরই প্রান্তিক সঞ্চয় ধনাত্মক, অর্থাৎ তারা সঞ্চয়-বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণ করে নিজদের আয়কে বর্ধিত হারে বাড়িয়ে নিতে পারে। এখানেই পুঁজির তথা অর্থের ক্ষমতা। একজন লোকের যদি বছরে ৩০ হাজার ডলার থাকা-খাওয়া-যাতায়াত ও আমোদ-

ফূর্তিতে ব্যয় হয় তাহলে তার ওপর যে আয় হতে পারে তার পুরোটা কিংবা অধিকাংশই সঞ্চয়ে যেতে পারে। সঞ্চয় কোনো না কোনো ধরনের বিনিয়োগে প্রবাহিত হয়। যে ব্যক্তি বছরে ১০ হাজার ডলার সঞ্চয়-বিনিয়োগে খাটালো তার অর্থ ১০০ হাজার ডলারে পৌঁছতে বড়োজোর ৫-৭ বছর সময় লাগতে পারে।

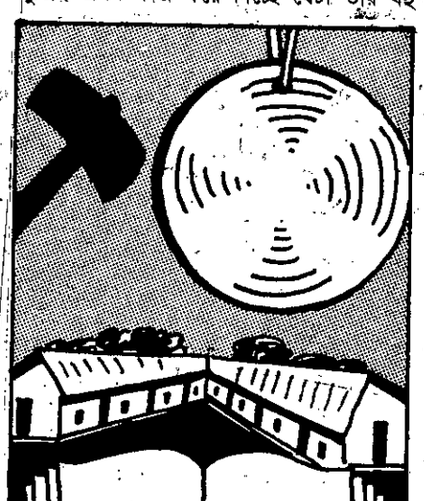

আর যার ১০০ হাজার ডলার সঞ্চয়-বিনিয়োগে আছে তার জন্য ধরে নেওয়া যায় পুঁজিই এমন কাজ করে দিচ্ছে যেটা তার বহু

বছরের শ্রম করে দিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্য ফ্রি সমাজে হাজার হাজার মানুষের প্রতি বছরে শ্রমিক থেকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্তরণ ঘটছে এভাবে। শ্রমিক সারা জীবন শ্রমিক থেকে গেলে তার নিজের যেমন উন্নতি হয় না, অর্থনীতিরও উন্নতি হয় না। কারণ শ্রমিক তো অন্য অর্থে একজন ভোক্তাও।

ফ্রি অর্থনীতি বা মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি

থেকে। তবে অর্থনীি
ভোগ ও বিনিয়োগে
ভোক্তা ও উদ্যোক্তা
এমনকি ভোক্তা ও উ
কম থাকে। নিম্ন আে
বড়ো পথ হলো শিক্ষ
অনেক কিছুকে পিছ
কিছু নেই তার যদি
একজন সম্পদশালী
মুক্ত অর্থনীতিতেই

নতুন নিম্নবি
এখন আপ্রাণ
উঠে আসতে
ফল দেবে সর
জন্য সস্তায় শি
করে দেয়।
চাকরি দিতে
তাদেরকে শিক্ষ
করে দি

রাষ্ট্রীয় ভর্তুকিযুক্ত শিক্ষ
পেলে একজন লোক
মেধা ও কৌশলকে
শেখে। একটা সময়ে
মালিক হতে চাইবে
পারবে। ওই অবস্থাই
অবস্থা।

বাংলাদেশে বিগত
মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে প্রবে

ইরাককে নতু প্রস্তুত হতে হ

ইরাকের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আ
পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বে
নিতে হবে। গত শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে
ইরাকের ওপর জাতিসংঘ আরোপি
আলোচনাকালে সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আম
আছি। তাই আমাদের কর্তব্য প্রস্তুত থাকা।'
তিনি বলেন, শত্রুদের প্রধান লক্ষ্য ইর
নতুন করে, নতুন নামে উপনিবেশে পরিণত
রাখা এবং আর্থিক উৎস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ
যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতে ব্রিটেন সম্প্র
প্রস্তাব পেশ করেছে। এ প্রস্তাবে ইরাকের বে
প্রত্যাহার করার কথা বলা হলেও অস্ত্র কেন
কড়াকড়ি আরোপের কথা বলা হয়েছে।
গত শনিবার সকালে ইরাকের পররাষ্ট্র ম
জাতিসংঘের মানবিক কর্মসূচির আওতাধীন
মেয়াদিকালের নবায়ন মানতে আর বাধ্য
নবায়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে ই
সাংবাদিকদের জানান, জাতিসংঘ ৬ মাসের
লঙ্ঘন করেছে। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ
অন্যদিকে গত ১ জুন জাতিসংঘের নির
কর্মসূচির মেয়াদ ১ মাস বাড়াতে রাজি হয়।
নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করার ব্যাপারে ব্রিটি
করে। ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে
নিষেধাজ্ঞা অবসানের লক্ষ্যে একটি খসড়া
'খাদ্যের জন্য তেল' কর্মসূচির বাইরে তেল
আরোপ করে।
এদিকে ইরাক গত ৪ জুন থেকে খাদে
উৎপাদন বন্ধ রেখেছে।

আজ মৃত্যুদণ্ড

কৃতকর্মের জ অনুতপ্ত নন

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলোহামা শহরের
আলফ্রেড পি মুরাহ ফেডারেল ভবনে ১৯৯৫
সালে বোমা হামলার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত
টিমোথি ম্যাকভেই বলেছেন, ঐ ঘটনায়
৬৮ জন লোক নিহত হওয়ায় তিনি
দুঃখিত। তবে তিনি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার
জন্য সরকারের জবরদস্তিমূলক আচরণকে
দায়ী করেছেন। এপি।
আজ সোমবার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
হবে। এর একদিন আগে গতকাল রোববার
প্রকাশিত 'দ্য বাফেলো নিউজ' ম্যাকভেই
এক ঝাঁক চিঠিতে জানান, বোমা বিস্ফোরণে
৬৮ জন নিরীহ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে
বলে তিনি দুঃখিত। তবে তিনি মনে করেন,
আমেরিকার জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা
করতে তিনি যা করেছেন তার প্রয়োজন
ছিল।
ইদাহোর রুবিরিজ ও টেক্সাসের
ওয়াকোতে সরকারের বিপর্যয়কর অভিযানের